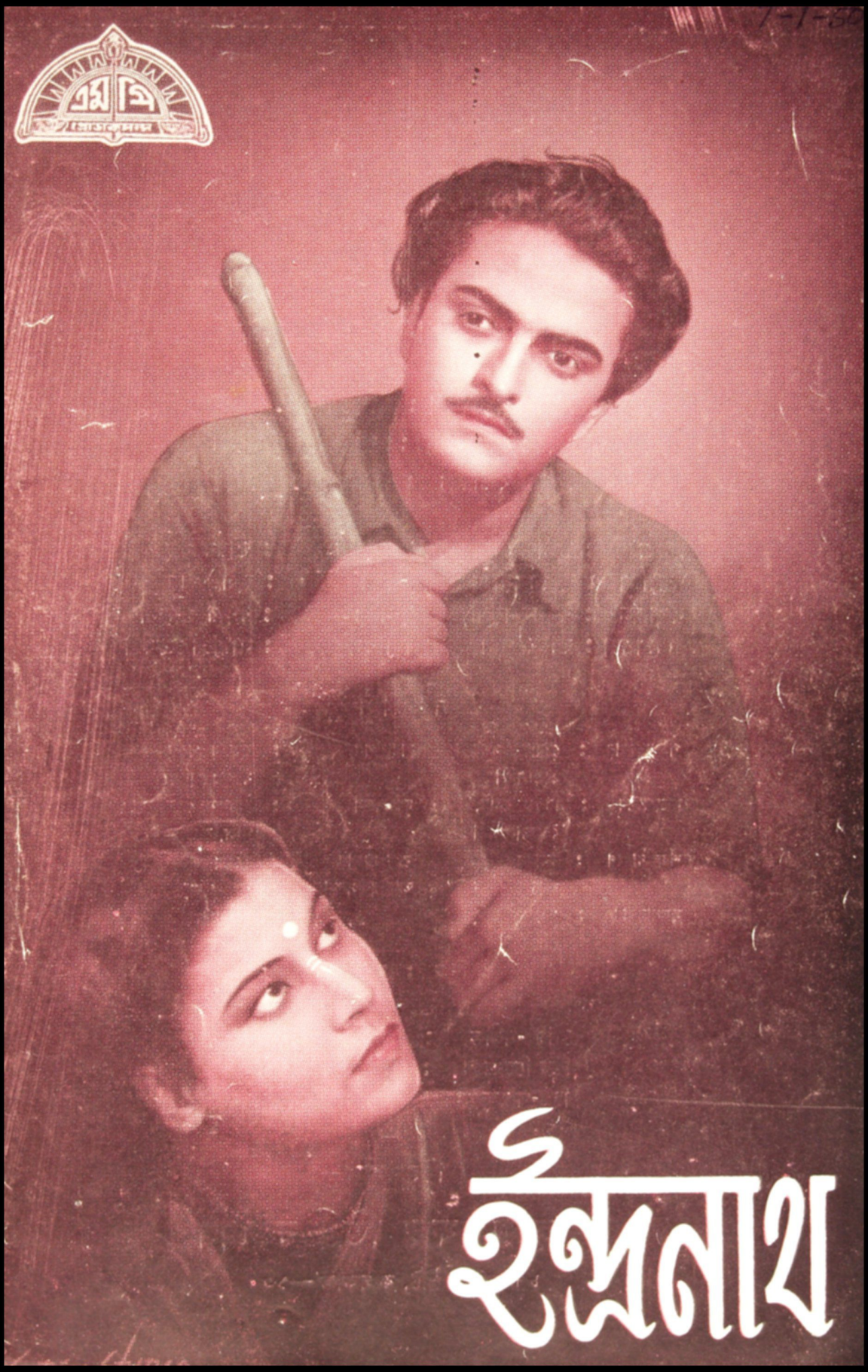
ইন্দ্রনাথ

এম, পি, প্রোডাক্‌সন্সের নিবেদন—

★ ইন্দ্রনাথ ★

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "দীপের আলো" অবলম্বনে

প্রমথেশ বড়ুয়া রচিত চিত্রনাট্য

পরিচালনা : প্রভাত মিত্র

গীতিকার : শৈলেন রায় : : সুরশিল্পী : দুর্গা সেন

কর্ম্মাধ্যক্ষ : বিমল ঘোষ

চিত্রগ্রহণ	: সুশান্ত মৈত্র	শিল্প নির্দ্দেশ	: তারক বসু
শব্দধারণ	: সুনীল ঘোষ	দৃশ্য-সজ্জা	: সুধীর খান
সম্পাদনা	: কমল গাঙ্গুলী	রূপ-সজ্জা	: বসির ও মুন্সী
ব্যবস্থাপনা	: তারক পাল	আলোকসম্পাত	: নারায়ণ চক্রবর্ত্তী

সহকারীগণ

পরিচালনায়	: দেবাংশু মুখার্জ্জী, প্রভাস রায়	ব্যবস্থাপনায়	: সুবোধ পাল, বীরেন হালদার
চিত্রগ্রহণে	: বিজয় ঘোষ, বৈদ্যনাথ বসাক	দৃশ্য-সজ্জা	: গোবিন্দ ঘোষ, যোগেশ পাল, জগবন্ধু সাউ
শব্দ ধারণে	: বিমান গাঙ্গুলী, ঋদ্ধি ভট্টাচার্য্য	রূপ সজ্জায়	: রমেশ দে
		আলোকসম্পাতে	: শম্ভু ঘোষ, নন্দ মল্লিক, লালমোহন মুখার্জ্জী
সম্পাদনায়	: পঞ্চানন চন্দ্র, রঞ্জিত রায়		

সুরশিল্পে : অরুণ ঘোষ

আবহ-সঙ্গীত : এইচ, এম, ভি অর্কেষ্ট্রা

স্থির চিত্রগ্রহণ : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

চিত্র-পরিস্ফুটন : ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরী

পরিবেশন—

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

কাহিনী

ইন্দ্রনাথ শৈশবে মাতৃহীন।

পিতা রাজেন্দ্রনাথ জমিদার কন্যা সুষমাকে বিবাহ ক'রে সম্পত্তি পেয়েছিলেন বটে কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকে স্ত্রীর কাছে দিয়েছিলেন বিকিয়ে। তাই রূপের মোহে গোপনে নীলাকে বিয়ে ক'রে তাকে কোনো-দিন ঘরে আন্‌তে পারেননি। স্বপ্ন ভঙ্গের তীব্র মর্ম্মবেদনায় হতভাগিনী নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ ক'রলে—ইন্দ্রনাথকে রেখে গেলো সন্তানহীনা জ্যেষ্ঠা—বিধবা বিন্দুবাসিনীর কাছে।

মাসীমার স্নেহের নীড়ে খেলার সঙ্গিনী আলোর সাহচর্য্যে আর গাঁয়ের ছেলেদের সর্দ্দারী ক'রে বড়ো হ'য়ে ওঠে—দুর্দ্দান্ত, দামাল ইন্দ্রনাথ। বিন্দুবাসিনী সভয়ে লক্ষ্য করেন নীলার মতোই তার দুর্জ্জয় অভিমান—পিতার অবহেলা, বিমাতার লাঞ্ছনায় তার তরুণ মনের অন্তর্দাহ।

তাই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার অকুণ্ঠ বিদ্রোহ। গরীব প্রজাদের ওপর অবিচারের প্রতিবাদ করতে সবার আগে লাঠি উঁচিয়ে ছুটে যেত ইন্দ্রনাথ। .....বিরোধ বাধলো জমিদার পিতার অত্যাচারী নায়েব মতিলালের সঙ্গে। দরিদ্র বৃন্দাবন বৈরাগীর যুবতী কন্যা যমুনার ওপর অনেক দিন থেকেই মতিলালের কুনজর; কিন্তু কিছুতেই যমুনাকে আয়ত্বে আন্‌তে না পেরে ব্যর্থ আক্রোশে সে বৃন্দাবনকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করতে ইন্দ্রনাথ তাদের শুধু আশ্রয়ই দেয় না, গ্রামের লোকের সামনে প্রকাশ্যে একদিন মতিলালকে অপমান করে। কুচক্রী মতিলাল এই অপমানের

চরম প্রতিশোধই নিলে—সুষমার সাহায্যে। সুষমার প্ররোচনায় উত্যক্ত হয়ে রাজেন্দ্রনাথ ছেলের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে নির্দ্দেশ দিলেন। বিচারে ইন্দ্রনাথের ছ'মাস জেল হ'ল। অভিমানী ইন্দ্রনাথ আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্বপক্ষে একটী কথাও বল্‌লে না, এমন কি নিজের পিতৃপরিচয় পর্য্যন্ত দিলে না। ক্ষোভে, অনুতাপে ক্ষত বিক্ষত অন্তর নিয়ে রাজেন্দ্রনাথ আদালত থেকে ফিরে আসেন, কিন্তু অন্দরমহলে আর ঢোকেন না।

স্বামীর এই ভাবান্তর প্রচণ্ড আঘাত হয়ে আসে সুষমার কাছে; অনুতপ্ত হয়ে সে ছুটে যায় স্বামীর কাছে ক্ষমা চাইতে। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথের বুকে আজ ক্ষমা নেই, আছে শুধু অনুশোচনা। সংবাদ আসে ইন্দ্রনাথের মরণাপন্ন অসুখ, জেল থেকে তাকে হাঁসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রাজেন্দ্রনাথ বাইরে নির্ব্বিকার কিন্তু অন্তরে তিনি তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। ব্যাকুল হয়ে সুষমা ছুটে যায় হাঁসপাতালে ইন্দ্রনাথের রোগ শয্যার পাশে। চোখের জলে সুষমার মনের কালিমা ধুয়ে গিয়ে জেগে উঠেছে আজ শাশ্বত মাতৃ-মহিমা। বিকারের ঘোরে ইন্দ্রনাথ এ সব কিছুই জান্‌তে পারে না, জান্‌লে শুধু আলো—তার ইন্দির-দা'র অসুখের খবর পেয়ে সে তার স্বামীর ঘর থেকে ছুটে এসেছে।—

গ্রামে মাসীমার ভিটেতে একাকিনী যমুনা দিন গোণে তার দাদাবাবুর ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। ইন্দ্রনাথের প্রতি তার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতায় কোন ফাঁকে যেন এক নতুন রং লেগেছে। সেই ব্যথা, সেই আনন্দ সে কেবল জানায় তার ঠাকুরকে। রোগমুক্ত হয়ে ইন্দ্রনাথ গ্রামে ফিরে এসে দেখে যমুনার কুৎসায় গ্রামের বাতাস যেন বিষিয়ে আছে। মুক্তি চায় যমুনা—কিন্তু মুক্তি দিতে ইন্দ্রনাথের মন চায় না। তবু যমুনা চলে যায়; তার দাদাবাবুকে মিথ্যে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে নিজের অন্তরকে সে বলি দেয়।

রিক্ত—একা ইন্দ্রনাথ, তার স্নেহময়ী মাসীমা আজ তাকে ছেড়ে গেছেন পরলোকের ডাকে। তার শৈশব কৈশোরের সাথী আলো আজ দূরে স্বামীর ঘরে। যমুনা—যাকে ঘিরে তার মনে গড়ে উঠেছিল এক অবুঝ মধুর আকর্ষণ—সেও আজ তাকে ছেড়ে চলে গেছে।—জীবনটা তার বার বার আশাভঙ্গের একটানা কাহিনী, তাই সে সকল বন্ধন কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায়।……

কিন্তু আবার তার ডাক আসে এক নতুন দিকে থেকে। আজ আর সে ডাকে কি সাড়া দেবে ইন্দ্রনাথ———?

সঙ্গীতাংশ

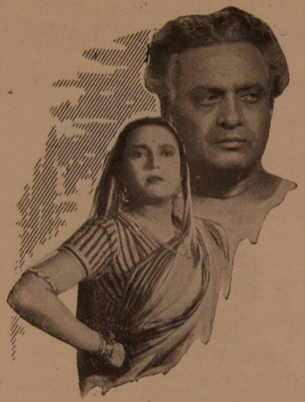

(১)

আজ তুমি হওরে রাধা বন্ধু—আমি হব শ্যাম,
আজ হাতের বাঁশরী তাই কাড়িয়া নিলাম!
শ্যামের কলঙ্ক জ্বালা
আমি অঙ্গে মেখে হব কালা,
তোমার শ্যামল হিয়া নিয়া রাধার
(পোড়া) হিয়া যে দিলাম।
(তোমার) বাঁশীটারে দাওরে বন্ধু,
বদল দিব মালা—
মালার সনে আরও দিব
আমার বুকের জ্বালা।
আমি সুরের আগুন দিয়া
পোড়াব তোমার হিয়া,
এবার রাধার হয়ে বোঝ বন্ধু
কেন জ্বলিলাম।

—শৈলেন রায়—

(২)

সই কেমনে ধরিব হিয়া—
আমার বঁধুয়া আনবাড়ী যায়
আমারি আঙিনা দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে,
আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোক অপযশ কয়,
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পীরিতি
আর জানি কার হয়।
আপনা আপনি মন বুঝাইতে—
পরতীত নাহি হয়,
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়।
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে—
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।
কহে চণ্ডিদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তম মুখে,
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরী
দিয়া পরমনে দুখে॥

—চণ্ডীদাস—

(৩)

শুনগো মরম সই, এ দুখ কারে বা কই
শ্যামের বিরহ হয়েছে অসহ,
নিয়ত মরিয়া রই।
শ্যামের পীরিতি বিপরীত রীতি
আমার কপাল দোষে,
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
সহজে ভুলিল সে।
ভুলে গেল—
বঁধুয়া আমারে ভুলে গেল,
আমার প্রাণের দোসর, আজি হ'ল পর
বঁধুয়া আমারে ভুলে গেল।
হেরি সজল নহে জলধর, কিরণহীন শশধর,
অন্ধদীপ আঁধারে কেঁদে মরে—
চাতকী জল না পায় মেঘে,
চকোরী চাঁদে আগুন দেখে—
বাসর দীপ জ্বলেনা, জ্বলেনা আজি ঘরে।
রাধা কেঁদে মরে,
শ্যামহারা রাধা কেঁদে মরে—
চাতক তৃষ্ণায় জল দাও বলে
শ্যাম জলহারা মেঘে মেঘে মরে—
বাহিরে আগুন নিভে যায় জানি—
বাহিরে ঢালিলে জল।
(সখি) মনের আগুন আঁখিজল ঢেলে
কে পারে নিভাতে বল॥

—শৈলেন রায়—

অনুভা গুপ্তা
ছায়া দেবী
পূর্ণিমা
প্রভা
রাণী ব্যানার্জ্জী
নমিতা চ্যাটার্জ্জী
সন্ধ্যা দেবী
অন্নপূর্ণা
শিখা

ইন্দ্রনাথ
চিত্রের রূপায়নে
রহিয়াছেন এঁরা—

★ ★
★

জহর গাঙ্গুলী
শুভেন মুখার্জ্জী
শিবশঙ্কর সেন
বাণী মুখার্জ্জী
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
মণি শ্রীমানী

ভানু চ্যাটার্জ্জী
মনোজ চ্যাটার্জ্জী
গোকুল মুখার্জ্জী
দিলীপ চ্যাটার্জ্জী
সোমেন বসু
সুখেন দাশ
গোপাল দে

দি ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোং লিঃ, ৯৮-৪ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী রোড হইতে
শ্রীঅশ্বিনী কুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও এম, পি, প্রোডাক্‌সন্স লিঃ
(৮৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট) কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য দুই আনা মাত্র।